MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

A Critical Examination of the Definition of Pramāṇa in Advaita Vedānta by Rāmādvayācārya with Special Reference to his Vedāntajijñāsā: A Brief Study

অদ্বৈতবেদান্তে রামাদ্বয়াচার্য এবং তাঁর বেদান্তজিজ্ঞাসা গ্রন্থে প্রমাণের লক্ষণ বিচার : একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন

Ranjan Mahata

Ph.D. scholar, Dept. of Sanskrit
Rabindra Bharati University, West Bengal, India.
Email: going2ranjan@gmail.com
Page No: 169-179

Abstract: *In the fourteenth century CE, Rāmādvayācārya composed the Vedāntakaumudī, an analytical prakaraṇa text expounding Śaṅkara's Śārīrakamīmāṃsābhāṣya on the Catuḥsūtrī of the Brahmasūtra. Synthesizing the insights of the Pañcapādikā, Vivaraṇa, Prakaṭārthavivaraṇa, Iṣṭasiddhi, and the Vārttika tradition, this monumental work profoundly influenced later scholars like Appayya Dīkṣita and Dharmarājādhvarīndra. Despite its philosophical prominence, a complete critical edition remains unavailable; Svāmī Subrahmaṇya Śāstrī's 1955 edition relied on a single manuscript from GOML, Madras, leaving the fourth chapter and critical apparatus omitted.*

By consulting the New Catalogus Catalogorum, this study identifies five additional manuscript repositories across India. Excluding the brittle Sarasvatībhavana manuscript, collated readings from the remaining four repositories form the textual foundation of this research. This paper presents the etymological exposition of the term Vedānta, establishes the philosophical indispensability of Rāmādvayācārya's Vedāntakaumudī, and critically examines the definition (lakṣaṇa) of pramāṇa in Advaita epistemology.

Keywords: *Advaita Vedānta, Śaṅkarācārya, Brahman, Rāmādvayācārya, Vedāntakaumudī, Pramā, Pramāṇa, Caitanya.*

অবতরণিকা এবং বেদান্তশব্দের বিচার

'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ অনুযায়ী আত্মস্বরূপ জ্ঞানই হল দুঃখনিবৃত্তির কারণ তাই অনন্তকাল থেকেই ঋষিগণ দুঃখের নিবৃত্তির জন্য এবং ভূমানন্দের সন্ধানের জন্য প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। আত্মস্বরূপজ্ঞান অনায়াস লভ্য নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই আত্মা আমাদের দেহাদিসংঘাতের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকার কারণে আত্মার যথার্থ স্বরূপ আমরা জানতে পারিনা। অস্মৎপ্রত্যয়গোচরতয়া আত্মার স্বরূপ বোঝালে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কেউ বিবাদ করে না। যেমন— দেহই আত্মা এইটি চার্বাকের মত, ইন্দ্রিয় অথবা বিজ্ঞান আত্মা এইটি বৌদ্ধদের মত, দেহাদিসংঘাত থেকে অতিরিক্ত আত্মা এইটি তার্কিকদের মত, অজ্ঞান আত্মাএইটি প্রভাকরের মত, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য আত্মা এইটি ভাট্টমীমাংসকদের মত, শূন্য আত্মা এটি শূন্যবাদীর মত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব যুক্ত প্রত্যেক চৈতন্যই আত্মা এইটি বেদান্তীদের মত। দীর্ঘাকৃতি যুক্ত মানুষজন অল্পাকৃতি যুক্ত মানুষদের দেখে নিজেদের দীর্ঘ মনে করে। তাই কারও কাছে আত্মা খর্ব আবার কারও কাছে আত্মা দীর্ঘ। তাই অস্মৎপ্রত্যয়গোচরতয়া যথার্থ আত্মজ্ঞান বোঝা যায় না। তাই চিন্তাশীল বৈদিক ঋষিগণ সর্বদা আত্মা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

এইরূপ জিজ্ঞাস্যমান বৈদিক ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টিতে যখন বেদ রাশি যখন ক্রমশ উদ্ভাসিত হয় তখন মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এর সৃষ্টি হয়। এই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ভাগ মিলে বেদের নির্মাণ হয়।[১] তারপর ঋষিদের মনে আত্মা বিষয়ে প্রশ্ন উদ্ভাসিত হয় যে — আমি কে, কোথা থেকে আমি এসেছি, এখন কোথায় আছি, এইভাবে থাকতে থাকতে আমার কি করা উচিত, দেহের নাশের পর আমার স্থিতি কি হবে প্রভৃতি[২]। এই সমস্ত আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হলে সেগুলির নিরাশনের জন্য ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টিতে অরণ্যক এবং উপনিষদের উৎপত্তি হয়। যেহেতু উপনিষৎ ভাগে বৈদিক ঋষিদের সমস্ত আত্ম বিষয়ক জিজ্ঞাসার নিরসন হয়েছে, সেই হেতু উপনিষদকে বেদের অন্তিম অংশ বলা হয়। উপনিষদে বেদের অন্তিম অথবা সারাংশ ভাগের সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে সেটিকে বেদান্তসংজ্ঞার দ্বারাও অভিহিত করা হয়। এখানে অন্ত শব্দটির অন্তিম এই রূপ অর্থ নয়, বরং সারার্থ এই রূপ অর্থ করা হয়েছে। যেমন দুগ্ধের অন্তিমাংশ অথবা অন্তিম নির্যাসকে দুগ্ধসার অথবা ক্ষীর বলা হয় তেমনই বেদান্তও হল সমগ্র বেদের স্বরূপ। যেমন দুগ্ধে দুগ্ধসার অথবা ক্ষীর

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

থাকে, যেমন তিলে তেল থাকে সেইরূপ বেদে বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত—'দুগ্ধে ক্ষীরবৎ তিলেষু তৈলবৎ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ'।

উপনিষৎ শব্দ অন্বর্থবাচী, সেটি ব্রহ্মবিদ্যা অথবা বেদান্তার্থে পর্যবসিত হয়। উপ নি পূর্বক সদ্-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে উপনিষৎ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সাধারণতঃ উপ শব্দ সামীপ্য অথবা সত্ত্বরার্থে প্রযুক্ত হয়, নিঃশেষ অথবা নিশ্চয়ার্থে নি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সদ্ধাতু বিসরণ অথবা বিনাশ, গতি অথবা প্রাপ্তি, অবসাদন অথবা শিথিলীকরণ এই তিনটি অর্থে প্রযুক্ত হয়। তাই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়, সেগুলি হল—

১) উপ (গুরুর কাছে গিয়ে) নি (নিশ্চয়ভাবে) সদ্ (যায় অথবা পায়) ব্রহ্মত্ব যেই বিদ্যার দ্বারা সেটিই উপনিষৎ। তাই সদ্-ধাতুর গতি অথবা প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার করে সংশয় নিরাশপূর্বক নিশ্চয় সহকারে গুরুর কাছ থেকে অধিগত যেই বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় সেটিকেই উপনিষৎ বলা হয়। তাই বলা হয়েছে —

'উপনীয়ে মমাত্মানং ব্রহ্মাপাস্তদ্বয়ং যতঃ।
নিহন্ত্যবিদ্যাং তজ্জং চ তস্মাদুপনিষদ্ভবেৎ'॥[৩]

২) যে বিদ্যা সত্ত্বর এবং নিশ্চয়রূপে জন্মাদি শিথিল করে তাকে উপনিষৎ বলা হয়। অর্থাৎ যার দ্বারা নানার্থসংকুল রূপ অবিদ্যার এবং সংস্কারের সত্ত্বর এবং সুনিশ্চিতরূপে শিথিল হয় সেটিকে উপনিষৎ বলা হয়। তাই বলা হয়েছে —

'নিহত্যানর্থমূলং স্বাবিদ্যাং প্রত্যক্তয়া পরম্।
গময়ত্যস্তসংভেদমতো বোপনিষদ্ভবেৎ॥[৪]
প্রবৃত্তিহেতূন্নিংশেষাংস্তন্মূলোচ্ছেদকত্বতঃ।
যতোবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষন্মাতা॥'[৫]

৩) উপ (যেই বিদ্যাকে আশ্রয় করে) নি (নিঃশেষরূপে) সদ্ (মায়া এবং তার কার্যকে বিনাশ করে) যেই বিদ্যা তাকে উপনিষদ বলা হয়। যেই বিদ্যার সমাশ্রয়ণে মুমুক্ষুর নিশ্চিৎসহকারে সংসারের অসারত্ব বুদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাকেই উপনিষৎ বলা হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যোপক্রমণিকাতে বলেছেন — 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্বাচ্যা, তৎপরাণাং সহতেঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসানাৎ, উপনিপূর্বকস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ। তদর্থঞ্চ অবিদ্যাপ্রসূতসংসারস্য সম্পূর্ণরূপেণাবসাদনত্বাৎসদ্ধাত্বর্থেন ব্রহ্মপরায়ণস্য পুরুষস্য সা খলু ব্রহ্মবিদ্যৈব উপনিষচ্ছব্দেন বাচ্যতে।' এই উপনিষৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অথবা বেদান্তার্থ প্রতিপাদিত হয়। তাই বলা হয়েছে —

'যথোক্তবিদ্যাবোধিত্বাদ্গ্রন্থোপি তদভেদতঃ।
ভবেদুপনিষন্নাম্না লাঙ্গলং জীবনং যথা॥'[৬]

এই শ্লোকটির অর্থানুযায়ী উপনিষদের অর্থ যেই সমস্ত বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্য বিরচিত সূত্রভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থসমুদায়ের দ্বারা অনায়াসে বোঝা যায় সেগুলিই বেদান্তপদের দ্বারা বোধ্য। কেবলমাত্র আর্ষত্বের কারণে বেদান্তবিচারের জন্য উপনিষত্ প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। এই প্রসঙ্গে সদানন্দযোগীন্দ্র নিজের বেদান্তসারগ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে —

'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্।
তদুপকারীণি সূত্রাদীনি চ।'[৭]

বেদান্তসারের প্রসিদ্ধটীকাকার নৃসিংহসরস্বতী নিজের সুবোধিনীনামক টীকাগ্রন্থে উপনিষৎপ্রমাণ পদটিকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন— ১) উপনিষদ এব প্রমাণম্, ২) উপনিষদো যত্র প্রমাণম্।[৮] প্রথম ব্যাখ্যানুসারে শাকপার্থিববৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস করে বেদান্ততত্ত্ববিচারের জন্য অথবা ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের জন্য প্রমাণরূপে পরিগণিত হওয়ার কারণে সমস্ত উপনিষদই বেদান্ত এই অর্থ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পাদন করে উপনিষৎ প্রমাণের দ্বারা যেই গ্রন্থ সমুদায়ে বেদান্তের চরমতম অথবা পরমতম ব্রহ্মতত্ত্ব ভালোভাবে বিচার করে সহজবোধ্য অথবা অনায়াস বোধ্য হয় সেই গ্রন্থসমুদায়ই বেদান্ত নামে অভিহিত এই অর্থ করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে বেদান্ত বলতে ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত, ব্রহ্মসূত্রশারীরকভাষ্য, ভাষ্যটীকাদি গ্রন্থও বেদান্ত সংজ্ঞার দ্বারা বাচ্য। তাই বেদান্তশাস্ত্র তিনটি আকরগ্রন্থরূপে বিভাজিত, সেগুলি হল— ১) শ্রুতিপ্রস্থান— সমস্ত উপনিষদই এই প্রস্থানে পরিগণিত। ২) স্মৃতিপ্রস্থান— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মনুসংহিতাদি স্মৃতিশাস্ত্র এই প্রস্থানে পরিগণিত। ৩) ন্যায়প্রস্থান অথবা তর্কপ্রস্থান— বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রশারীরকমীমাংসাভাষ্য, শারীরকভাষ্যটীকাদি গ্রন্থ যেমন বাচস্পতি মিশ্রকৃত ভামতী, অমলানন্দ প্রণীত ভামতীটীকা বেদান্তকল্পতরু, অপ্পয়দীক্ষিতব্যাখ্যাত কল্পতরুটীকা কল্পতরুপরিমল, পদ্মপাদাচার্য প্রণীত

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

পঞ্চপাদিকা, প্রকাশাত্মজ্যোতিবিরচিত পঞ্চপাদিকাবিবরণ ইত্যাদি গ্রন্থও বেদান্তসংজ্ঞার দ্বারা বোধ্য। ব্রহ্মানন্দসরস্বতী তার ন্যায়রত্নাবলী টীকাতে বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন- বেদব্যাসবিরচিতং ব্রহ্মসূত্রম, শঙ্করাচার্যপ্রণীতং ব্রহ্মসূত্রশারীরিকমীমাংসাভাষ্যম্, বাচস্পতিমিশ্রকৃতা ভাষ্যটীকা ভামতী, অমলানন্দপ্রণীতো ভামতীটীকা বেদান্তকল্পতরুঃ ইতি এতে পঞ্চ এব গ্রন্থা বেদান্তো নাম্না প্রসিদ্ধ্যন্তে-বেদান্তশাস্ত্রেতি শারীরকমীমাংসারূপচতুরধ্যায়ী তদ্ভাষ্যতদীয়টীকা বাচস্পত্যতদীয়টীকা-কল্পতরুতদীয়াটীকাপরিমলরূপগ্রন্থপঞ্চকেত্যর্থঃ। এই বেদান্তশাস্ত্রের সংজ্ঞানুসারে বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে উদ্যত ব্যাস শঙ্কর বাচস্পত্যাদির অবদান আলোচনা করে রামাদ্বয়াচার্যকৃত বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থও অবশ্য আলোচনীয়। যেমন—

অদ্বৈতবেদান্তে অদ্বৈতবাদ —

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্যের পূর্বে কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, বাদরি প্রভৃতির নাম জানা থাকলেও শঙ্করাচার্যের পরম গুরুদেব গৌড়পাদের দ্বারা বিরচিত মাণ্ডুক্যকারিকাতে অদ্বৈতবাদের বীজ অন্তর্নিহিত ছিল এটি লক্ষ্য করা যায়। শঙ্করাচার্য সপ্তদশ ঈশাব্দে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কেরল প্রদেশে নম্বুরীব্রাহ্মণ বংশে বৈশাখী শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উনার পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতা ছিলেন বিশিষ্টা দেবী। অতি অল্প বয়সে আচার্য শঙ্করাচার্য নানাবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। আট বছর বয়সে নর্মদা নদীর তীরে গুরু গোবিন্দপাদাচার্যের থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আট বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত গুরুর কাছ থেকে নানাদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তারপর গুরুর উপদেশে জনকোলাহল বর্জিত বদরীধামেতে পুণ্যক্ষেত্রে এসে বারো বছর থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তাদিভাষ্য রচনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

পরব্রহ্মই হল সদ্বস্তু তার থেকে ভিন্ন সমস্ত অখিল জগৎপ্রপঞ্চ অনিত্য, রজ্জু সর্পের মত শুক্তি রজতাদির মত মিথ্যা। অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয় এটি অদ্বৈতবাদীগণ মনে করেন। প্রাতিভাষিক এবং ব্যবহারিক ভেদ সিদ্ধ হলেও পারমার্থিকদশায় জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবজগৎ ব্রহ্মের জীবব্রহ্মৈক্যের অভেদজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হলে শক্তিতে রজত জ্ঞানের ভ্রম যেমন শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, রজ্জুতে সর্পের ভ্রম যেমন রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় তেমনই ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জীব এবং জগতের ভ্রম ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়ে ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ সিদ্ধ হলে সাধকের সমীপে সমস্ত জীবজগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময় হয়ে যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের উপাধিভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, রূপভেদ, ধর্মভেদ এই সর্ববিধ ভেদই তিরোহিত হয়ে যায়। এই অভেদজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চে এবং ভূতপ্রপঞ্চে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে। এইভাবেই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ভামতী টীকায় বলেছেন— 'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাদ্বা আত্মৈব ব্রহ্মৈব গীয়তে। অতঃ আত্মৈব বৃহত্ত্বাৎ বৃংহধাতোর্নিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মেতি পরিকীর্ত্যতে।' এইমতে আত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, ব্রহ্ম, পরংব্রহ্ম সমর্থবাচ্যত্বের কারণ একটিই। একটিই সত্য বস্তু বিভিন্ন নামের দ্বারা অভিহিত হয়, যেমন ঘটাকাশ মঠাকাশ হৃদয়াকাশ উদরাকাশ গুহাকাশ গৃহাকাশ এগুলি একটি আকাশেরই উপাধিভেদে বিভিন্ন নাম ও রূপের ভেদ লোকে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ঘটের নাশ হলে ঘটাকাশ, হৃদয়ের নাশ হলে হৃদয়াকাশ, উদরের নাশে উদরাকাশ, গুহার নাশে গুহাকাশ এবং গৃহের নাশে গৃহাকাশ থাকে না, তখন আকাশের সমস্ত বিষয়ে সমস্ত বাদি এবং প্রতিবাদীরা একটি আকাশেরই অভিমত পোষণ করেন। তেমনই জীবদেহেও বৃহৎ আত্মাই সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করে। সেই জীবদেহের ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সাধিত হলে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ অথবা সাধক জীবন্মুক্ত পুরুষে উন্নীত হয়। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ অথবা সাধকের মৃত্যুর পরই বিদেহমুক্তি হয়। বিদেহমুক্তিতে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ফলে আর কোন ভেদ থাকতে পারে না, তখন কেবলমাত্র সর্বাধিষ্ঠানভূত একমাত্র নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে, এই অভেদতত্ত্বই অদ্বৈত বেদান্তে প্রতিপাদিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য বলেছেন—

'দ্বিধেতং দ্বিতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে।
তন্নিষেধেন চাদ্বৈতং প্রত্যগ্বস্ত্বভিধীয়তে॥'[১০]

তাই যাকে দ্বিধা বিভক্ত করা যায় তাকে দ্বিত বলা হয়, দ্বিতের ভাব দ্বৈত, সেই দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা সর্বাধিষ্ঠানভূত যে প্রত্যগাত্মা অবশিষ্ট থাকে তাকেই অদ্বৈত রূপ বলা হয়। সেটি স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, স্বগতভেদ বিহীন এবং স্বতঃপরিপূর্ণ স্বভাব তাই তার থেকে অতিরিক্ত কিছুই থাকতে পারে না।

স্বপ্নে যখন গিরিপর্বতাদি যুক্ত জগৎ দৃশ্যমান হওয়ার পর যখন স্বপ্নভঙ্গ হয় তখন গিরিপর্বতাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে অস্মৎপ্রত্যয়গোচর রূপেই প্রতিভাত হয়। তেমনি জীবজগৎ সমন্বিত দৃশ্যমান এই বিচিত্র সমস্ত প্রপঞ্চ স্বপ্নের মত মিথ্যা,

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

সেটি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই বিবর্তমাত্র। স্বপ্নভঙ্গের মতো অবিদ্যা নাশের দ্বারা অথবা মায়াভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জাগ্রত হয়। এবং যেমন স্বপ্নভঙ্গের পর আমি সুখে স্বপ্ন দেখছিলাম, নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি সুখে নিদ্রা করছিলাম এই রূপ অনুভব হয় তেমনই অস্মৎপ্রত্যয়গোচর অনুভবের দ্বারাও আত্মজ্ঞানের বোধ অনুভূত হয়।

শঙ্করাচার্যের উত্তরকালীন আচার্য —

বেদান্ত আচার্য বলতে সাধারণত শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই তিনটি প্রস্থানের ভাষ্য কর্তাদেরই বোঝানো হয়। এই অর্থ অনুসারে নবম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বেদান্তের ভাষ্যকার তথা আচার্য বলতে কেবল অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য কেই বোঝানো হয়। আনুমানিক নবম ঈশাব্দতে ত্রিদন্ডী সন্ন্যাসী ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব হয়েছিল, প্রথম তিনিই শঙ্করাচার্যের মত নিরাকরণপূর্বক ভাস্করভাষ্য রচনা করে ভেদাভেদবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। যদিও ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব কাল বিষয়ে পন্ডিতগণ একমত পোষণ করেন না তবুও যেহেতু ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র নিজের ভামতী টীকায় ভাস্করের মত উল্লেখপূর্বক খন্ডন করেছেন সেহেতু নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে যে তিনি ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী এবং শঙ্করাচার্যের পরবর্তী।একাদশ ঈশাব্দতে নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব এটি বলা হয়। তিনি ভাস্কর ভাষ্যকে অবলম্বন করে শাঙ্করভাষ্যের খন্ডনপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের উপরে বেদান্তসৌরভপারিজাতভাষ্য রচনা করে দ্বৈতাদ্বৈবাদ প্রবর্তিত করেছেন। একাদশ ঈশাব্দে রামানুজাচার্যের আবির্ভাব। তিনিও শঙ্করাচার্যের মত খন্ডন করে শ্রীভাষ্যের রচনাপূর্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেছেন। ১১৯৯ ঈশাব্দে মধ্বাচার্যের জন্ম। তিনিও শঙ্করাচার্যের মত খন্ডনপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের ওপর পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য রচনা করে দ্বৈতবাদ প্রবর্তিত করেছেন। আচার্য শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রকে আশ্রয় করে শ্রীকণ্ঠভাষ্য রচনা করে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেছেন। যেহেতু শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য শ্রীভাষ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং অপ্পয়্যদিক্ষিত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের উপর শিবার্কমণিদদীপিকা নামক টীকা রচনা করেছেন, তাই এটি অনুমান করা হয় যে আচার্য শ্রীকণ্ঠের আবির্ভাব কাল রামানুজাচার্যের পরবর্তী এবং অপ্পয়্যদীক্ষিতের পূর্ববর্তী কোন একটি সময় হতে পারে। এর দ্বারা শ্রীকণ্ঠের আবির্ভাব কাল ত্রয়োদশ ঈশাব্দ বলে আমার মনে হয়। ১৪৭৮ ঈশাব্দে বল্লভাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি ব্রহ্মসূত্রের উপর অনুভাষ্য রচনা করে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তনা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ষোড়শশতকের শেষ ভাগে আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শন অনুসরণ করে শঙ্করাচার্যের মতখন্ডন করে ব্রহ্মসূত্রের উপর বিজ্ঞানামৃতভাষ্য রচনা করে সামঞ্জস্যবাদের প্রবর্তনা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মধ্বাচার্যের পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য অবলম্বন করে ব্রহ্মসূত্রের উপর গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের প্রবর্তনা করেছিলেন। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বভাগ পর্যন্ত চার্বাক বৌদ্ধ ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য এবং যোগ অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান এবং মুখ্য প্রতিপক্ষ ছিল। এই মতগুলির নিরাসনের জন্য যারা অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরাচার্যের নাম সর্বাগ্রণ্য।

পদ্মপাদাচার্য —

পদ্মপাদাচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের প্রথম শিষ্য। তার অপর নাম ছিল সুনন্দন। তিনি চোল দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটি শোনা যায়। গুরুর প্রতি সুনন্দের অপার শ্রদ্ধা ছিল। একদা শঙ্করাচার্যের দ্বারা গোদাবরী নদীর অপর তীর থেকে পদ্মপাদাচার্যকে ডাকা হলে পদ্মপাদাচার্য গুরুর নাম স্মরণ করতে করতে নদীর উপরিভাগ দিয়ে অগ্রসর হন। তখন তিনি যখন এক একটি পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন তখন একটি একটি করে পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তাই তিনি পদ্মপাদাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন। শঙ্করাচার্যের দ্বারা পদ্মপাদাচার্য গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ নিযুক্ত হওয়ার পর গুরুর আদেশে তিনি শারীরিক মীমাংসা ভাষ্যের উপর পঞ্চপাদিকা নামক টীকা রচনা করেন। পঞ্চপাদিকার নাম শ্রবণমাত্র এই গ্রন্থে পাঁচটি পাদ বা অধ্যায় আছে এটি বোঝা যায়। কিন্তু যেইভাবে এই গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেখানে কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের চারটি সূত্রেরই ব্যাখ্যা মাত্র দেখা যায়। সেটি আবার নটি বর্ণকের দ্বারা বিভাজিত। বর্ণক শব্দের এখানে ব্যাখ্যা অর্থ। পঞ্চপাদিকার দার্শনিক তত্ত্বগুলি নটি বিষয়ে বিভাজিত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক একটি ব্যাখ্যা একেকটি বর্ণক সংজ্ঞার দ্বারা বলা হয়েছে। প্রথম বর্ণকে অধ্যাসের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণকে ধর্ম জিজ্ঞাসাকে বাদ দিয়েও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সম্ভব এটি সংশয় নিরসন পূর্বক সমর্থিত করা হয়েছে। পঞ্চমে বর্ণকে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ বর্ণকে ব্রহ্মের থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি এটি বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম বর্ণকে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক অধ্যাত্ম শাস্ত্রের যে তাৎপর্য সেটি দেখানো হয়েছে। অষ্টম বর্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানে শাস্ত্রই প্রমাণ এটি দেখানো হয়েছে। নবম বর্ণকে শাস্ত্রই ব্রহ্মের প্রমাণ এটি দেখানো হয়েছে। পঞ্চপাদিকার উপর প্রকাশাত্মযতির দ্বারা পঞ্চপাদিকা বিবরণ নামক টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করে বিবরণ প্রস্থান সূচিত করা হয়েছে।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

সুরেশ্বরাচার্য—

সুরেশ্বরাচার্যের গৃহস্থ আশ্রমের নাম ছিল মন্ডন মিশ্র। অষ্টম-নবম খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী শতকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মগধের মহিস্মতী নগরের পণ্ডিতশিরোমণি মীমাংসকাচার্য মন্ডন মিশ্র মন্ডনপত্নী উভয়ভারতীর মধ্যস্থতায় শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে পরাজিত হয়ে শঙ্করাচার্যের কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুরেশ্বরাচার্য নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে শঙ্করাচার্য শারদা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শৃঙ্গেরী মঠ সংস্থাপনপূর্বক সুরেশ্বরাচার্যকে সেখানে মঠাধীশ রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। মন্ডন মিশ্রের দ্বারা মীমাংসা দর্শনের উপর মীমাংসানুক্রমণিকা, ভাবনাবিবেক, বিধিবিবেক এই তিনটি গ্রন্থ বিরচিত হয়। ভর্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণদের দ্বারা অঙ্গীকৃত স্ফোটবাদকে সমর্থন করে স্ফোটসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে বিভ্রমবিবেকনামক গ্রন্থ রচনা করেন। অদ্বৈত বেদান্তকে ব্যাখ্যা করার কামনাবশত তিনি ব্রহ্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর মণ্ডন মিশ্রের দ্বারা সুরেশ্বরাচার্য নামগ্রহণ পূর্বক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বৃহদারণ্যকোপনিষদভাষ্যবার্তিক, তৈত্তিরীয়োপনিষদভাষ্যবার্তিক, পঞ্চীকরণবার্তিক ইত্যাদি বার্তিক গ্রন্থ রচিত হয়। তাই তিনি বার্তিককার নামক নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সর্বজ্ঞাত্মমুনি—

সর্বজ্ঞাত্মমুনি সুরেশ্বরাচার্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বিদ্যমান থেকে শৃঙ্গেরীমঠে সুরেশ্বরাচার্যের পরবর্তী মঠাধীশ হয়েছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠের তথ্য অনুযায়ী তার স্থিতিকাল ছিল ৭৫৮ ঈশাব্দ থেকে ৮৫০ ঈশাব্দ পর্যন্ত। তার দ্বারা সংক্ষেপে শারীরকভাষ্য নামক গ্রন্থ বিরচিত হয়েছিল। ভাষ্য নামাঙ্কিত হওয়ার সত্ত্বেও এই গ্রন্থটির শ্লোকাকারে হওয়ার কারণে এটি প্রকরণবার্তিক নামেও পরিচিত।

বাচস্পতি মিশ্র—

ব্রহ্মসূত্রে ৫৫৫ টি শাঙ্করভাষ্যের পূর্ণাঙ্গরূপে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রণয়নে কেবল বাচস্পতি মিশ্রই সর্বজন বিদিত। তিনি নবম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। উনি ন্যায়সূচী নিবন্ধে তার দ্বারা রচিত গ্রন্থের রচনাকাল বসু অঙ্ক বসু বৎসর এই শব্দের দ্বারা নির্দেশ করেছেন। বসু শব্দের দ্বারা আট অঙ্ক শব্দের দ্বারা নয় সংখ্যা বোঝা যায়। তাই বসু অঙ্ক বসু এটির দ্বারা আট এবং সংখ্যা এটির দ্বারা নয়ের বোধ হয়। তাই বসু অঙ্ক বসু বলতে ৮৯৮ সম্বৎসর বুঝতে হবে। এটির দ্বারা বিক্রম সম্বৎসর সূচিত হয়েছে। এই বিক্রম সম্বৎসরকে যদি খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী লেখা হয় তাহলে ৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যাবে। এই তথ্য অনুযায়ী বলা যায় যে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব কাল খ্রিষ্টীয় নবম শতক। তিনি ছিলেন অদ্বৈত বেদান্তের একটি স্তম্ভ বিশেষ। তার দ্বারা বিরচিত ভামতী শাঙ্করভাষ্যের একটি অপূর্ব টীকা। যুক্তির দৃঢ়তার কারণে, ভাবের গভীরতার কারণে, চিন্তনের সাবলীলতার কারণে, ভাষার সৌন্দর্যের কারণে এবংবিচার বিশ্লেষণ শক্তির নিপুনতার কারণে বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভামতী অতুলনীয়। ভামতী শাঙ্করভাষ্যের দুর্গম পথযাত্রীদের কাছে বাস্তবিক রূপেই ভা-মতী অর্থাৎ দীপ্তিমতী হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ভামতী টীকা যেহেতু সূক্ষ্মবিচারের অবতারণা করে সেহেতু এটি অন্যান্য গ্রন্থের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। তাই ভামতীর স্থান সমস্ত টীকার ঊর্ধ্বে বিরাজমান। ভামতীকে অবলম্বন করে অমলানন্দস্বামীর দ্বারা বেদান্তকল্পতরু টীকা, অপ্পয়দীক্ষিতের দ্বারা বেদান্তকল্পতরু কে আশ্রয় করে কল্পতরুপরিমল নামক টীকা প্রণয়ন পূর্বক বাচস্পতিমিশ্রের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ তাৎপর্য প্রদানের দ্বারা বেদান্তজিজ্ঞাসুদের তত্ত্ববিচারের পথ সুগম বা সহজ করা হয়েছে।

অদ্বৈত বেদান্তে বিমুক্তাত্মা—

খ্রিষ্টিয় নবম দশমের শেষ ভাগে অব্যয়াত্মা ভগবানের শিষ্য বিমুক্তার দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি নামক অদ্বৈত বেদান্তের একটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই গ্রন্থটি আটটি পরিচ্ছেদের দ্বারা বিভক্ত। সেগুলির মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদের আকার মূল গ্রন্থের অর্ধেকেরও বেশি। অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলি অল্প আকার বিশিষ্ট। এই গ্রন্থটির বিচার গদ্য এবং পদ্য রূপে নিবন্ধ। পদ্যগুলি অনুষ্টুপ ছন্দের দ্বারা ছন্দোবদ্ধ। অনুষ্টুপ ছন্দের দ্বারা সংক্ষেপে যেই দার্শনিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি বিস্তারিত ভাবে গদ্য আকারে বিচারপূর্বক প্রতিপক্ষের মতের অসারতা প্রদর্শনপূর্বক মীমাংসিত হয়েছে এই গ্রন্থে। অদ্বৈত বেদান্তে সিদ্ধি এই অংশের দ্বারা অঙ্কিত প্রসিদ্ধ চারটি গ্রন্থের মধ্যে বিমুক্তাত্মা কৃত ইষ্টসিদ্ধি একটি অন্যতম গ্রন্থ (মন্ডন মিশ্রকৃত ব্রহ্মসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্য প্রণীত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, বিমুক্তাত্মা বিরচিত ইষ্টসিদ্ধি এবং মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি)[১১] বিমুক্তাত্মার পূর্বে যেই সমস্ত আচার্যদের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে মন্ডন মিশ্রকে বাদ দিয়ে বাকি সকলেই শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা কর্তা ছিলেন। বিমুক্তাত্মাও ইষ্টসিদ্ধির চিন্তনে মন্ডনমিশ্রের মত অদ্বৈত বেদান্তের বিচারের স্বাধীনতা, মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন। তর্কের বিচারশৈলীর দ্বারা স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্ররূপে শংকরের দ্বারা উক্ত মায়াবাদের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থেই প্রথম দেখা যায়। মায়াবাদ বা অনির্বাচ্যবাদের উত্তমরূপে প্রতিস্থাপনই

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

ছিল বিমুক্তাত্মার ইষ্ট। নিজের এই অভীষ্ট বিষয় এই গ্রন্থে সিদ্ধি লাভ করবে বা চরমভাবে পূর্ণতা লাভ করবে এই অর্থ গ্রহণ করেই তার গ্রন্থের নাম ইষ্টসিদ্ধি-অতো মায়াত্মৈকো ময়েষ্টঃ সিদ্ধিঃ। ইষ্টসিদ্ধিকারের বিচারের গভীরতা, সর্বতোমুখী প্রতিভা সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। পরবর্তীকালে শ্রীহর্ষ, আনন্দবোধ, চিৎসুখাচার্য, রামাদ্বয়াচার্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের দর্শন চিন্তনে অদ্বৈত বেদান্তের খন্ডন মন্ডন রূপ যেই যুগের বিকাশ হয়েছিল সেখান বিমুক্তাত্মাই ছিলেন অগ্রদূত। আনন্দবোধও নিজের ন্যায়মকরন্দ গ্রন্থে বিভিন্ন দর্শন অঙ্গীকারে খ্যাতিবাদ এবং ভ্রমবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত রূপে যা বলেছেন, অনির্বচনীয় মায়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন, সেটি বিমুক্তাত্মা তার ইষ্টসিদ্ধি গ্রন্থে পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করেছেন। বিবরণ প্রস্থান অবলম্বন করে বিরচিত রামাদ্বয়াচার্যের দ্বারা প্রণীত বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থতেও বহুত্র ব্রহ্মসূত্র চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বৈততত্ত্বের নিরাকরণের জন্য অদ্বৈততত্ত্বের মন্ডনের জন্য বিমুক্তাত্মাকৃত ইষ্টসিদ্ধির নানান উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

অদ্বৈত বেদান্তে রামাদ্বয়াচার্য—

বেদান্তকৌমুদী মাতৃকার সমাপ্তিতে রামাদ্বয়াচার্য নিজেই তার পরিচয় বিষয়ে বলেছেন— অদ্বয়াশ্রমশিষ্য এই নাম ধারণ করে বেদান্ত বিদ্বৎসমাজে পরিচিত। যেমন শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ অদ্বয়াশ্রম পূজ্যপাদ শিষ্য কৃত বেদান্তকৌমুদীতে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হলো।[১২] এন.সি.সি. গ্রন্থেও এর থেকে বেশি আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।[13] R.Thangaswami দ্বারা বিরচিত A Bibliographical Survey of Advaita Vedanta Literatureএই গ্রন্থটিতেও রামাদ্বয়াচার্য সম্বন্ধে কেবল অদ্বয়াশ্রমের শিষ্য এইটুকু পরিচয়ই পাওয়া যায়।[১৪] বঙ্গদেশে স্বামী প্রজ্ঞানন্দসরস্বতী বিরচিত বেদান্তদর্শনের ইতিহাস নামক গ্রন্থে চিৎসুখাচার্যের মতের আলোচনা প্রসঙ্গে কেবল কৌমুদীকারের নামমাত্রই জানা যায়।[১৫] আশুতোষ ভট্টাচার্য বিরচিত বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ এই গ্রন্থেও রামাদ্বয়ের গুরুর নাম অদ্বয়াশ্রম এটিই জানা যায়।[১৬] নানান মাতৃকা প্রভৃতিতে রামাদ্বয়ের গুরু অদ্বয়াশ্রম এটিই দেখা যায়। তাই এখানেও গ্রন্থ এবং মাতৃকার মধ্যে মাতৃকারই বলবৎ হওয়ার কারণে তাদের বিরোধ উপস্থিত হলে মাতৃকা স্থিত তথ্যেরই সর্বাগ্রণী হওয়ার কারণে রামাদ্বয়াচার্যের বিষয়ে অদ্বয়াশ্রমের শিষ্য এইটুকু পরিচয় গৃহীত হয়। মূলত সন্ন্যাসীদের আত্মপরিচয় জানতে পারা অতি দূরহ বিষয়, যেহেতু তারা অধিকাংশতঃ পূর্বের আশ্রমের নাম আবৃতই রাখেন। রামাদ্বয়াচার্যের দ্বারা বেদান্তকৌমুদী, জীবকৌমুদী, প্রয়োজনকৌমুদী, ভাবার্থদীপিকা অথবা ভাবদীপিকা এই চারটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থ থেকেই জীবকৌমুদী, প্রয়োজনকৌমুদী এই দুটি গ্রন্থের নাম জানা যায়। যেমন- 'বেদে চিদাত্মাভেদানুমানং জীবকৌমুদ্যাং নিরিষ্যতে।'[১৭] 'অজ্ঞানং চ ভাবরূপং প্রয়োজনকৌমুদ্যাং নিবেদয়িষ্যামঃ'[১৮] ইত্যাদি। এই জীবকৌমুদী এবং প্রয়োজনকৌমুদী নামক দুটি গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়নি। এবং ভাবার্থদীপিকার অথবা ভাবদীপিকা নামক বেদান্তকৌমুদীর ব্যাখ্যান গ্রন্থও এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিতই রয়েছে। ভাবার্থদীপিকা গ্রন্থে রামাদ্বয়াচার্য জনার্দনের নাম উল্লেখ করেছেন। জনার্দন আনন্দজ্ঞানের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে রামানুজাচার্য আনন্দগিরির উত্তরবর্তী।

রামাদ্বয়াচার্য নিজের বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থে বহুত্র সিদ্ধান্ত শব্দের পরিবর্তে রাদ্ধান্ত শব্দের প্রয়োগ করেছেন।[১৯]যেটি রামানুজাচার্য প্রণীত বেদান্তদীপ গ্রন্থেও দেখা যায়।[২০] রামানুজাচার্য দক্ষিণ ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ছিলেন এটি সর্বজনবিদিত। সিদ্ধান্তের অর্থে রাদ্ধান্ত শব্দের প্রয়োগবশত এবং দক্ষিণ ভারতে বেদান্তকৌমুদীর মাতৃকাগুলির প্রাপ্তি বহুল হওয়ার কারণে[২১] রামাদ্বয়াচার্যও দক্ষিণ ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন এটি আমার মত।

রামাদ্বয়াচার্যের দ্বারা বিরচিত বেদান্তকৌমুদী নামক গ্রন্থে বাদরায়ণ বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা[২২] জন্মাদ্যস্য যতঃ[২৩] শাস্ত্রযোনিত্বাৎ[২৪] তত্তু সমন্বয়াত্[২৫] এই চারটি সূত্রের সুসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যানাত্মক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্যের দ্বারা শারীরিক মীমাংসা ভাষ্য প্রণয়নের পর রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক, ভাস্কর, বলদেব, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কিছু ভাষ্যকার শারীরিক মীমাংসাকে অঙ্গীকার করেননি। সেই জন্য অদ্বৈত বেদান্তে পরস্পর বিরোধ উৎপন্ন হয়েছে। সেই সমস্ত বিরোধগুলির নিরসনমূলক গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তকৌমুদী নামক গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থে চারটি ব্রহ্মসূত্রের শারীরিক মীমাংসা ভাষ্যের বিবরণপ্রস্থানস্থ বিচারশৈলীকে অনুসরণ করে সুবিস্তৃত রূপে সুবিশদ রূপে পর্যালোচনার দ্বারা এবং ব্যাখ্যার দ্বারা বেদান্তের পরম তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। শাস্ত্রকারদের মতে এটি প্রকরণ গ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ। তাই বলা হয়েছে—

'শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।।'

এটি আনন্দগিরি মনে করেন।[২৬] শাস্ত্র বলতে সূত্র এবং ভাষ্য ইত্যাদিকেই বোঝানো হয় এবং সেই সমস্ত সূত্র ভাষ্য প্রভৃতিতে বিষয়ের পরিপূর্ণরূপে আলোচনা থাকার ফলে পূর্বপক্ষীদের দার্শনিক টীকাকারদের মত বিভিন্ন যুক্তিজালের

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

মাধ্যমে নিরাকরণপূর্বক স্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই সাধনীয়। এবং একটিমাত্র বিষয়কে আশ্রয় করেই নানান টীকাকারের দ্বারা অথবা ব্যাখ্যাকারের দ্বারা শ্রুতি প্রভৃতির বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে নিজের যুক্তিবশত নিজের যুক্তি বলে বিভিন্ন তত্ত্বকে সৃষ্টি করেছেন। সেই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলোই উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন লৌকিক উদাহরণের দ্বারা দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে সেগুলিকে পুষ্ট অথবা সম্পূর্ণ করে তাদের ব্যাখ্যা নিরাকরণপূর্বক নিজের মত প্রতিস্থাপনপূর্বক প্রকরণ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়। সেই কারণেই প্রকরণ গ্রন্থে প্রয়োজন সিদ্ধ।

অপ্পয়্যদীক্ষিত প্রণীত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ গ্রন্থে বেদান্তকৌমুদীতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে বহু জায়গায় রামাদ্বয়াচার্যকৃত মতকে সমাদর করা হয়েছে। এই দুটি গ্রন্থের উত্তমভাবে পর্যালোচনা করলে পরিস্ফুট হয় যে সিদ্ধান্তলেশকার কৌমুদীকারের যুক্তিকে আশ্রয় করে নিজের বিচারের জন্য প্রবর্তিত হয়েছেন।

প্রমা এবং প্রমাণের তত্ত্বের বিচারে রামাদ্বয়ের অবদান সশ্রদ্ধ গ্রহণযোগ্য। রামাদ্বয়াচার্যের পূর্বে পদ্মপাদাচর্যকৃত পঞ্চপাদিকা এবং প্রকাশাত্মযতিকৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণে এবং প্রকটার্থবিবরণে বিমুক্তাত্ম প্রণীত ইষ্টসিদ্ধিতে অখন্ডানন্দকৃত তত্ত্বদীপে অদ্বৈতবেদান্ত উক্ত প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ এবং প্রমার স্বরূপ নিরূপিত করার জন্য প্রযত্ন করা হয়েছে। রামাদ্বয়াচার্য নিজের গ্রন্থে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য প্রকটার্থবিবরণের ভাব এবং ভাষা দুটোকেই অনুসরণ করেছেন।বিমুক্তাত্মযতি বিরচিত ইষ্টসিদ্ধির দার্শনিক মতের দ্বারা রামাদ্বয়াচার্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেদান্তকৌমুদীতে বহু জায়গায় বিমুক্তাত্মার মত উল্লিখিত হয়েছে। এইভাবে বেদান্তকৌমুদীতে পূর্ববর্তী বেদান্তীদের চিন্তন ছায়া পরিলক্ষিত হলেও রামাদ্বয়াচার্যের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কারণ তিনি নিজের বেদান্তকৌমুদী নামক গ্রন্থে প্রমা এবং প্রমাণের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রামাদ্বয়াচার্যের পূর্বে কোন গ্রন্থে প্রমাণ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। এবং প্রকাশাত্মযতি প্রকটার্থবিবরণকার রামাদ্বয়াচার্য প্রভৃতির বিচার শৈলীকে অনুসরণ করে সপ্তদশ ঈশাব্দে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষা নামক গ্রন্থ রচনা পূর্বক নব্য ন্যায়েপ্রদর্শিত সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তে উক্ত প্রমাণতত্ত্বের সর্বাঙ্গ সুন্দর সুনৃত হৃদয়ালহ্লাদক বিবরণ আমাদের দিয়েছেন। তাই প্রমাণতত্ত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে রামাদ্বয়াচার্য প্রণীত বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থ নির্মল জ্যোতি প্রকাশ করছে, এটি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। এর দ্বারা এই গ্রন্থটির প্রয়োজন এবং গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বোঝা যায়।

অদ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং বিষয়বস্তুগত দৃষ্টিতে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব এবং প্রয়োজন দুটির নিরিখে এখনো পর্যন্ত এই গ্রন্থটির একটিও সমীক্ষণাত্মক সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬২ ঈশাব্দে আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী প্রণীত বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে রামাদ্বয়াচার্য বিরচিত বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রাত্মক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এটি জানা যায়। এস. এন. দাশগুপ্ত মহাশয় ইংরেজী ভাষাতে এ হিস্টরি অফ সংস্কৃত লিটারেচার নামক গ্রন্থেও বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন বর্ণিত করেছেন এবং এই গ্রন্থটির ভাবার্থদীপিকা নামক একটি অপ্রকাশিত ব্যাখ্যামূলক টীকা উপলব্ধ আছে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এই টীকাটি বর্তমানে আমার গবেষণার বিষয়। এই প্রসঙ্গে এটি বলাবাহুল্য যে ১৯৫৫ ঈশাব্দে সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী মহোদয় বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থটি মদ্রপুরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে সম্পাদনার সময় উনি কেবল একটি মাত্রই মাতৃকা পেয়েছিলেন। 'In editing the Vedanta Kaumudi, I made use of the transcript of the work left by the late Dr. T. R.Chintamani of the Sanskrit Department of Madras University, Which Dr. Raghavan, the Head of the Department of Sanskrit, placed at my disposal. The original of this transcript was the one belonging to the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, described under R. No. 3346 of the Library's Triennial Catalogues and Copied from a palm leaf belonging to Naduvil Matam, Travancore Cochin State. This was the only Manuscript of the whole work available. After the printing was complete, I come to know of a fragment of the work containg chapter IV alone deposited in BORI.'[29]

বস্তুতঃ এটি এখানে মনে রাখতে হবে যে শাস্ত্রী মহাশয় বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থের অন্য কোন মাতৃকা পাননি। কিন্তু লাইব্রেরিতে অথবা মাতৃকাগারে বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থের অনালোচিত এবং অনধিগত মাতৃকা অদৃষ্টিপূর্ব রূপে বিরাজিত রয়েছে।

সেই সেই মাতৃকার এখন অধ্যয়ন এবং আলোচনা আবশ্যক। গ্রন্থের সুষ্ঠু পাঠগ্রহণের জন্য সমুপলব্ধ সমস্ত মাতৃকার অধ্যয়ন অনন্তর সমীক্ষণাত্মক অধ্যয়ন কোন গ্রন্থেরই কখনো সম্পাদিত হয়নি। অতএব অপ্রকাশিত বেদান্তকৌমুদী এবং তার অপ্রকাশিত টীকাগুলির মধ্যে "ভাবার্থদীপিকা" — বৈদান্তিকপ্রস্থানের একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সমীক্ষণাত্মক

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

সম্পাদন (প্রথম অধ্যায়) অবলম্বনে শোধকার্য করতে ইচ্ছুক হয়েছি। আমি এই শোধপত্রে প্রমা-প্রমাণ এই দুটির তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

বেদান্তকৌমুদীতে প্রদর্শিত প্রমালক্ষণ—

প্রমাণের স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে প্রথমতঃ প্রমার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রমার পরিচয় দিতে গিয়ে রামাদ্বয়াচার্য নৈয়ায়িক মতের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলেছেন যে— যথার্থানুভবঃ প্রমা তৎসাধনঞ্চ প্রমাণমাচক্ষতে,[৩০] যে জ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তু যেইরূপ সেইরূপেই যদি সেটি অনুভূত হয়, তাহলে সেটিকেই প্রমা, সত্য, যথার্থ জ্ঞান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র নিজের বেদান্তপরিভাষা গ্রন্থে প্রমালক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন- যেই জ্ঞানের বিষয় পূর্বে জানা ছিল না, সেই জ্ঞানের বিষয়বস্তু পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা প্রবাহিত হয় না, এইরূপ জ্ঞানকেই প্রমা অথবা যথার্থজ্ঞান বলা হয়– 'স্মৃতিব্যাবৃতং প্রমাত্বম্, অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানম্।'[৩১] এই প্রকারে লক্ষণ দুটির তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে প্রমার স্বরূপ নির্বচন প্রসঙ্গে রামাদ্বয়াচার্য ন্যায় এবং বৈশেষিকের মতকে অনুসরণ করে জ্ঞেয় বিষয়ের যথার্থতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এর স্বরূপ ইত্যাদির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র পূর্বের অনবগতি এবং বাধাভাব এই দুটিকে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলেছেন, যেহেতু পূর্বতন অনবগতি এবং বাধার অভাব এগুলি কেবল জ্ঞাতার কাছেই স্ফুরিত হয়।

যে ভাবেই বিচার করা হোক না কেন, অদ্বৈতবেদান্ত অনুসারে এই প্রমার জ্ঞান কখনই অন্তিম হতে পারে না এটিই হল ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক সত্য অবশ্যই এইরূপ স্বীকার করতে হবে। বেদান্তপরিভাষাতে এই জ্ঞানটিকেই অধ্যস্ত অথবা অজ্ঞানমূলক রূপে বলা হয়েছে। যতক্ষণ এই জ্ঞানটি সত্য এটি মনে করা হয় ততক্ষণই অজ্ঞানের স্থায়িত্ব অথবা কার্যকাল, অধ্যাস ভঙ্গ হলে ও অজ্ঞানে অথবা মনোবৃত্তিতে বিলীন হলে জ্ঞান জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় এই তিনটির ভেদের বোধও ভঙ্গ হয়। তখন এক অখণ্ড স্বয়ংজ্যোতিঃ চিদানন্দ ব্রহ্মই বিরাজমান থাকে। জ্ঞান এবং বিষয় যদি একই হয় তাহলে জ্ঞানের বাধ হয় না। বিষয়ের অবাধ যথার্থই জ্ঞানের দ্বারা সত্যতার পরিচায়ক এটি রামাদ্বয়াচার্য এবং ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র উভয়েই ভাষান্তরে স্বীকার করেছেন, পূর্বজ্ঞাত অনধিগত বিষয়ে প্রমাজ্ঞান জন্মায় এখানে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের দ্বারা উক্ত অনধিগত এই বিশেষণটি রামাদ্বয়াচার্য কোন ভাবেই স্বীকার করেননি।

রামাদ্বয়াচার্য নিজের বেদান্তকৌমুদী গ্রন্থে ধারাবাহিক পূর্বজ্ঞাত জ্ঞানে অথবা দৃষ্টবস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা উত্থাপন করে অনধিগত এই বিশেষণটির পরিত্যাগই যথার্থ এই সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন।[৩২] অনধিগত জ্ঞান বলতে ধর্মরাজধ্বরীন্দ্রের দ্বারা স্মৃতিজ্ঞান থেকে ভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই বোঝান হয়েছে। যেই জ্ঞানটি অনধিগত অথবা পূর্বজ্ঞাত হয়ে জন্মায়, সেই জ্ঞান এটির দ্বারা স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানকেই অনধিগত বলা হয়েছে। অথবা স্মৃতিজ্ঞান অনধিগত জ্ঞাত বিষয় থেকে উৎপন্ন হয়। যেই বিষয়টি পূর্বকালে অদৃষ্ট সেই বিষয়ে কখনও কারও স্মৃতি উৎপন্ন হতে পারে না। তাই অধিগত বলতে স্মৃতিজ্ঞানকেই বোঝান হয়েছে, স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানই অধিগত জ্ঞান এটিই যুক্তিযুক্ত।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের স্বরূপ বিচার—

একটি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন জ্ঞান ধারাবাহিক জ্ঞান নয়, স্মৃতিভিন্ন হওয়ার কারণে জ্ঞান তার অনধিগতই হয়। সেই জ্ঞানের প্রমাজ্ঞানত্বে কোন বাধা উৎপন্ন হয় না। প্রমাজ্ঞানের যেই সমস্ত করণ অথবা সাধন সেগুলিকেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বলা হয়। প্রত্যক্ষপ্রমাণের কারণেই জ্ঞাতা পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞেয় বিষয় প্রতিভাত হয়, আমি এটি দেখেছি এইরূপ দ্রষ্টা পুরুষ অনুভব করেন। প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই তিনটিরই প্রতীতি হয়। চৈতন্য ছাড়া কোন কিছুই বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না তাই চৈতন্যই হল একমাত্র আলোক, চৈতন্য ছাড়া অন্য সবকিছুই জড় এবং অন্ধকার সদৃশ। যেখানে জড়বস্তু প্রকাশিত হয়, সেখানে জড়ের মধ্যে চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি হয়। বিষয় জ্ঞানে অধ্যস্ত অথবা কল্পিত হয়। বিষয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের চৈতন্যের প্রকাশই বিষয়ের প্রকাশ। বিষয় পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সেইরূপ প্রকাশের দ্বারা বিষয়ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়ে জ্ঞাতাতে জ্ঞানের বোধ জন্মায়। জ্ঞাতার অন্তঃকরণই হল বিষয় প্রকাশের দ্বার। ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের দ্বারা জ্ঞাতা দূরস্থিত বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে। ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্যবিষয়ের সংযোগে সত্ত্বগুণপ্রধান নির্মল অন্তঃকরণ অদৃষ্টবশতঃ দীর্ঘ আলোকরশ্মির মত ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে বহির্গত হয়ে বিষয়াভিমুখী হয়, তখন সেই রূপে জ্ঞাতা পুরুষ জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সংযোগ সিদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে অন্তঃকরণের দ্বারা আলোকরশ্মির বহির্গমনকেই অন্তঃকরণের বৃত্তি বলা হয়। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা, অন্তঃকরণের অন্তরালে যেই চৈতন্য বিরাজমান, সেই অন্তঃকরণবৃত্তি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই প্রমাচৈতন্য বলা হয়।

সেই বৃত্তিচৈতন্য অথবা প্রমাণচৈতন্য প্রমেয়ের সহিত প্রমাতার সংযোগ স্থাপন করে। এইপ্রকার সংযোগের দ্বারা প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য সংযুক্ত হয়, এবং তাদের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় এবং সত্যভেদের বোধোদয় হয়। এর

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

দ্বারা জ্ঞাতা আমি বিষয় জানছি এই প্রকারে বিষয়ের প্রত্যক্ষ করা হয়।[৩৩] যেই সময় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হয়, তখন সেই সংযোগটিই একপ্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সেই আন্দোলন থেকেই অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণের অন্তরালে অন্তঃকরণের ভাসক যেই চৈতন্য আবৃত চৈতন্যের মত বিরাজমান, অন্তঃকরণের বৃত্তিবশতঃ সেই চৈতন্যই প্রজ্জ্বলিত হয়ে সেই অজ্ঞানাবরণকে বিচ্ছেদ করে প্রকাশিত হয়। সেটি বৃত্তিপথে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়ে বিষয়ের আবরণ নাশ করে বিষয়কে জ্ঞাতার কাছে প্রকাশিত করে। অদ্বৈতবেদান্ত মতে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশিত এবং সদা প্রত্যক্ষ, কখনই অপ্রত্যক্ষ হতে পারে না। তার ফলে সদা প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞেয়বিষয়ও যখন অভেদসম্বন্ধে অন্বিত হয় তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞাতৃতে প্রকাশিত হয়। বেদান্তপরিভাষাতে প্রমাতৃ, প্রমাণ, প্রমেয় এই তিনটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রমাতৃচৈতন্য এবং অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণচৈতন্যকে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলা হয়। একটিই চৈতন্য উপাধির ভেদবশতঃ তিনপ্রকারে প্রতিভাত হয়। অন্তঃকরণ নিজের বৃত্তির দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে দীর্ঘালোকের দ্বারা রশ্মির আকার ধারণ করে বাইরে গিয়ে দূরস্থিত বিষয়কে প্রাপ্ত করে, এবং ঘটাদি জ্ঞেয় অথবা দৃশ্যবস্তুর আকার ধারণ করে। এই কারণেই বিষয়াবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্নতা লাভ করে।

অন্তঃকরণ বৃত্তি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্যের অভেদ থাকার কারণে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের বিষয়ের অভেদ সম্ভাবনা হয়। ঘটাদি জড় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও যখন প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়ে প্রকাশিত হয় তখন চৈতন্যের প্রত্যক্ষের সহিত জড় বিষয়েরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় এটিই হল বিষয়প্রত্যক্ষের রহস্য। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র এটি মনে করেন।[৩৩] এখানে সংশয় হয় যে প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত জড় ঘটাদি বস্তুর অভেদ কীভাবে হতে পারে? এবং অহং ঘটঃ এইভাবে কোন বিষয় প্রত্যক্ষিত হয় না। অহং ঘটং পশ্যামি এই রূপেই আমাদের থেকে আলাদা হয়ে ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।

এই সংশয়টির নিরাকরণ করতে চেয়ে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেছেন যে প্রমাতা অথবা প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত জড়া ঘটাদি বস্তুর যেই অভেদ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেটির অর্থ হল প্রমাতৃ চৈতন্যকে বাদ দিয়ে জড় ঘটাদির কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়েই বিষয় প্রকাশিত হয়। ঘটাদি জড় বস্তু ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যসিত অথবা কল্পিত হয়ে অবস্থান করে। অধ্যাসের কারণেই ঘট এবং চৈতন্যঘটের অভেদ সাধিত হয়। অন্তঃকরণ বৃত্তিবশতঃ ইন্দ্রিয় পথে বাইরে গিয়ে দৃশ্য আকার প্রাপ্ত হয়ে অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়চৈতন্যে যে অভিন্ন হয় এই বিষয়ে কী সংশয় উৎপন্ন হয়, প্রমাণ অন্তঃকরণ বৃত্তির অবচ্ছিন্ন বিষয়ের অথবা চৈতন্যের অভিন্নত্বে অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন প্রমাতৃচৈতন্যও স্ববৃত্তির দ্বারা অথবা স্ববৃত্তি বিষয় চৈতন্যের সহিত অভিন্নত্বই লাভ করে।প্রমাতার অস্তিত্ব ছাড়া বিষয়ের কিছু পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না।তাই প্রমাতৃচৈতন্যের প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষ, এটি জানা উচিত। প্রমাতার সহিত অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হলে অহং ঘটঃ এইরূপ জ্ঞান না হয়ে ঘটঃ অয়ম এইরূপে আমাদের থেকে ভিন্ন ঘট কীভাবে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

তাই উত্তর প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, বস্তুতে প্রমাতার যে প্রকার পূর্বতন সংস্কার অন্তঃকরণে আছে, সেই প্রকারের অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই আকারেই অনুরূপভাবে বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্বতন সংস্কারের অনুরূপেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এটিই হলো বৃত্তিজ প্রত্যক্ষের রহস্য। যেখানে এইভাবে অন্তঃকরণ বৃত্তি থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেখানে এইভাবে নিশ্চিতরূপে বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, অহংরূপে প্রত্যক্ষ হয় না। উল্লিখিত দৃষ্টির অনুসরণেই প্রকাশাত্মযতি নিজের পঞ্চপাদিকাবিবরণে বিষয়ের প্রত্যক্ষ উপপাদন করেছেন।সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব মূলে যেই জ্ঞান বিরাজিত সেই জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হয়ে প্রকাশিত হতে হবে, না হলে তমঃস্বরূপ জড় বিষয়ের প্রকাশ অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হতে পারবে না। রামাদ্বয়াচার্যও উল্লিখিত দৃষ্টিতেই বিষয়ের প্রত্যক্ষতা উপপন্ন করেছেন। তার মতেও বৃত্তির দ্বারা বিষয় প্রমাতা নামক দুটি চৈতন্যের অভেদতা সিদ্ধ হলে বিষয় প্রমাতা নামক দুটি চৈতন্যের সংযোগ রূপে বৃত্তির বিরাজমান থাকার কারণে অহং বিষয়ং পশ্যামি এই রূপে অস্মৎপ্রত্যয় থেকে ভিন্ন রূপে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। বিষয়গত অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে বিষয়কে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে জ্ঞাতা এবং বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে বৃত্তিই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধন হয়। বিষয়গত প্রত্যেক অজ্ঞানই বিভিন্ন। যখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই সেই জ্ঞেয়বিষয়ের আবরণ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করেই উৎপন্ন হয়, এটি জানতে হবে।

যত জ্ঞান, তত অজ্ঞান, বিষয়সমূহ অজ্ঞানের আবরণের দ্বারা আবৃত থাকে। এটি রামাদ্বয়াচার্যের সিদ্ধান্ত। অজ্ঞান একটি, সেটি বহু হতে পারে না, অজ্ঞানের কার্য বহু, এটি আনন্দজ্ঞান মনে করেন। রামাদ্বয়াচার্য কিন্তু বিষয়ের ভেদে এবংজ্ঞানের ভেদে অজ্ঞানেরও ভেদ এটি মনে করেন। ধারাবাহিক জ্ঞানের স্থানে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য বিরোধী বৃত্তির

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

জ্ঞানোদয় না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি মাত্রই বৃত্তি স্বীকৃত হয়, বৃত্তিভেদ স্বীকৃত হয় না, এটি ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মত। রামাদ্বয়াচার্য কিন্তু সেই ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন বৃত্তির উৎপত্তি, সেই বৃত্তির জন্য বিভিন্ন জ্ঞানের উদয় এবং তাদের লয় অঙ্গীকার করেছেন। তার মতে, প্রত্যেকটি বৃত্তির জ্ঞান বিভিন্ন অজ্ঞানকে নিবর্তন করেই উৎপন্ন হয়েছে। জ্ঞানের প্রবাহমান হওয়ার কারণে বৃত্তিভেদ, অজ্ঞানের নিবৃত্তি প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃত্তিভেদ হলে অজ্ঞানভেদ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বিভিন্ন অজ্ঞানবৃত্তির সমূল নাশ হলে একমাত্র অখন্ড ব্রহ্মচৈতন্যই অবশিষ্ট থাকে। সেই অখন্ড পরমাত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকারই হলো বেদান্ত জিজ্ঞাসার চরম লক্ষ্য।

Endnotes

১। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্ — আপঃ পরি. সূ. ১/৩৪।
২। কস্ত্বং শিশো কস্য কুতো গন্তা।
কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি? — হস্তামলকম্, ১।
৩. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-সম্বন্ধভাষ্যবার্তিকম্, পৃ. ১/১/৫।
৪. তদেব, পৃ. ১/১/৬।
৫. তদেব, পৃ. ১/১/৭।
৬. এস. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, সম্বন্ধভাষ্যবার্তিকম্ (Sambandhabhāṣyavārtikam), সুরেশ্বরাচার্য, ১/১/৮, পৃ. ১৬।
৭. শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেদান্তসার (Vedāntasāra), সদানন্দযোগীন্দ্র-বিরচিত; কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশন, ১৯৩২, পৃ. ৪।
৮. তদেব।
৯. ত্র্যম্বকরাম শাস্ত্রী বেদান্তাচার্য — সিদ্ধান্তবিন্দু (Siddhāntabindu), মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত; গৌড়ব্রহ্মানন্দের ন্যায়রত্নাবলী টীকাসহ। কাশী, বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৯, পৃ. ৫–৬।
১০. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-ভাষ্যবার্তিকম্, ৪/৩/১৮০৭।
১১. "অদ্বৈতসিদ্ধিরধুনা চতুর্থীসমজায়ত"... পৃ. ৮।
১২. BHU MS. p.371 & p. 1041, RORI MS. F.107a, RASB MS. F. 36a & F. 50b
১৩. NCC Vol. XXIV. p. 264
১৪. R. Thangaswami : Bib. Adv. Lit. p. 387
১৫. Swami Prajnananda Saraswati: Vedanta Darshaner Itihas, p. 211
১৬. Asutosh Bhattacarya: Vedantadarshana o Advaitabada, p. 430
১৭. Sastri: Vedantakaumudi of Ramadvaya, p. 93
১৮. তদেব। পৃ. 15
১৯. অপরথা রাদ্ধান্তবিরোধঃ – S. Subrahmanyasastri : The Vedantakaumudi of Ramadvayacarya, p. 287
২০. অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা 1/1/1 of Vedantadipa written by Ramanujacarya, p. 11
২১. M T (Government Oriental Manuscript Library Madras) Kerala University Oriental Research Institute (Trav. Uni.1269)
২২. ব্র. সূ. ১/১/১
২৩. ব্রহ্মসূত্র, ১/১/২।
২৪. ব্রহ্মসূত্র, ১/১/৩।
২৫. ব্রহ্মসূত্র, ১/১/৪।
২৬. আনন্দগিরিকৃত শঙ্করভাষ্য-টীকা।
২৭. লক্ষ্মীধরকৃত — সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, পৃ. ৪২ (কুম. সংস্করণ)।
২৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য — বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ; কলকাতা: ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন, ১৯৬২, পৃ. ৪৩০।
২৯. এস. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী — রামাদ্বয়াচার্যের বেদান্তকৌমুদী (The Vedānta Kaumudī of Rāmādvayācārya), ভূমিকা, পৃ. ৬।
৩০. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬।
৩১. শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য — বেদান্তপরিভাষা (Vedāntaparibhāṣā), ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিত, পৃ. ৭।
৩২. বেদান্তকৌমুদী, প্রমাণমীমাংসা প্রসঙ্গে; BHU পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৮।
৩৩. বৃহদ্ভাষ্যসংগ্রহে — "তদ্বিষয়কত্বেনৈব তৎস্থাপি তথা..." ইত্যাদি; বেদান্তকৌমুদী পাণ্ডুলিপি, BHU, পৃ. ৩৬।
৩৪. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র — বেদান্তপরিভাষা; সম্পাদনা/ব্যাখ্যা: শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৮।

MEDHĀMANTHAN ISSN : 3139-7840
A Premier Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal
Dedicated to the fields of Arts, Humanities and Social Sciences
Adhering to UGC Guidelines and Quality Mandates
Volume: 1, Issue: 3 (SEP - OCT) 2026

Bibliography

- ভট্টাচার্য, অমিত। ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৯।
- ভট্টাচার্যশাস্ত্রী, আশুতোষ। বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২। [প্রথম সংস্করণ: ১৯৪২]।
- ভট্টাচার্য, পঞ্চানন। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিত বেদান্তপরিভাষা। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা: গুপ্ত প্রেস, ১৯৬১। [১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, সৌর পৌষ]।
- বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (অনুবাদসহ), দ্বিতীয় সংস্করণ, গোরক্ষপুর গীতাপ্রেস, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।
- ভট্টাচার্য, শ্রী শ্রীমোহন। ভামতী (বাচস্পতি মিশ্রকৃত), প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৩।
- দাস করুণাসিন্ধু, ঘোষ বেচারাম ও গোস্বামী, সুবুদ্ধিচরণ। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬)।
- হিরিয়ান্না, এম.। ইষ্টসিদ্ধি বাই বিমুক্তাত্মন্, প্রথম সংস্করণ, বরোদা: বরোদা ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৩৩।
- মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র। সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার, সুবোধিনী টীকাসহ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।
- দাশ, শিবরুদ্ধ। নিউ ক্যাটালগাস ক্যাটালোগোরাম, খণ্ড XXXI, মাদ্রাস: মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- ওঝা, রাই বাহাদুর গৌরীশঙ্কর। ভারতের পাণ্ডুলিপি-লিপিবিদ্যা (The Palaeography of India), প্রথম সংস্করণ, দিল্লি: মুনশি রাম মনোহরলাল, ১৯১৮।
- শাস্ত্রী, এস. সুব্রহ্মণ্য। সম্বন্ধভাষ্যবার্তিকম্ (সুরেশ্বরাচার্যকৃত), প্রথম সংস্করণ, বারাণসী: মহেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।
- সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ। ছান্দোগ্যোপনিষদ (দ্বিতীয় ভাগ)। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
- শাস্ত্রী, কাশীনাথ। সুরেশ্বরাচার্য বিরচিত বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিকম্। প্রথম সংস্করণ। আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলি (গ্রন্থাঙ্ক–১৬), ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। Descriptive Catalogue, খণ্ড–৭। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল অনির্দিষ্ট।
- শাস্ত্রী, কে.। চিৎসুখাচার্য বিরচিত তত্ত্বপ্রদীপিকা। প্রথম সংস্করণ। বোম্বাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ।
- শাস্ত্রী, এম. এম. অনন্তকৃষ্ণ। অমলানন্দ বিরচিত The Brahmasūtra Śāṅkara Bhāṣya Vedāntakalpataru। প্রথম সংস্করণ। বোম্বাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

———